প্রথম আলো

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মী বিজি প্রেসে প্রশ্নসহ আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসহ অধিদপ্তরের দৈনিক মজুরিভিত্তিক এক কর্মীকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ের (বিজি প্রেস) প্রধান ফটক দিয়ে বের হওয়ার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশ তাঁকে আটক করে।

আটক মো. তানভীর আহমেদ তারেককে সন্ধ্যায় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রাজীব মিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তানভীরও এই নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেবেন। তাঁর কাছে একটি উত্তরপত্রও পাওয়া গেছে। কয়েক দিন পর এই পরীক্ষা হওয়ার কথা।

বিজি প্রেসের উপসচিব নজরুল ইসলাম বলেন, তানভীরের কাছে পাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বর্তমানে বিজি প্রেস থেকে যেসব প্রশ্নপত্র বিতরণ চলছে, তার সঙ্গে মিল নেই। এটি অন্য পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরপত্র। তবে একজন পরীক্ষার্থীকে কেন এ কাজে অধিদপ্তর ব্যবহার করছে, তা তদন্ত হওয়া দরকার।

বিজি প্রেসের কর্মচারী ও নিরাপত্তারক্ষীরা জানান, বিকেল চারটার দিকে তানভীরসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তিনজন বিতরণ শাখা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রধান ফটকে নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের তল্লাশি করেন। তানভীরের কাছে একটি প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র পান। অপর দুজনের কাছে কিছু পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তাকর্মীরা এ তিনজনকে উপসচিব নজরুল ইসলামের কক্ষে নিয়ে যান। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তানভীরকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। বিজি প্রেসে ছাপা হওয়া প্রশ্নপত্র বিতরণ শাখা থেকে সরবরাহ করে প্রশ্নপত্র ছাপতে দেওয়া কর্তৃপক্ষ।

বিজি প্রেসে আটক থাকার সময় তানভীর *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি প্রেস থেকে এই প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র নেননি। এগুলো পকেটে নিয়েই তিনি বিজি প্রেসে ঢুকেছেন। এগুলো তাঁকে দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী ইমাম হোসেন। আর তাঁকে বিজি প্রেসে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী তারেক মনোয়ার।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

প্রশ্নসহ আটক

শেষ পৃষ্ঠার পর

গতকাল ওই সময়ে বিজি প্রেসে থাকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক বাহাদুল ইসলাম বলেন, তিনি জানতেন না তানভীর ওই নিয়োগ পরীক্ষার একজন পরীক্ষার্থী। তাঁর কাছে কোনো প্রশ্নপত্র আছে, সেটাও তাঁর অজানা। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজি প্রেসের কর্মচারীরা জানান, এখানে বিভিন্ন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। প্রশ্নপত্র ছাপার পর তা বিতরণ কক্ষে নেওয়া হয়। ওই কক্ষের সঙ্গে বিজি প্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, বোর্ড বা মন্ত্রণালয় বিতরণ কক্ষ থেকে প্রশ্নপত্র বিতরণ করে। কারা ওই কক্ষে আসবেন, সেসব নাম আগেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নেওয়া হয়।

বিজি প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. ইসহাক আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, বিতরণ শাখায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে প্রশ্নপত্র হস্তান্তর করা হয়। সেখান থেকেই মূলত প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। কিন্তু কক্ষটি বিজি প্রেসের মধ্যে হওয়ায় প্রশ্ন ফাঁসের জন্য গণমাধ্যমে সব সময় বিজি প্রেসের কর্মচারীদের দায়ী করা হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন।